সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ, লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০, জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে চলমান বৈশ্বিক সংকটের মাঝেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে ভবিষ্যতের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫১৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। তবে বেসরকারি খাতে মোট ৩৩.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৩৩.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩৫,০০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২৩,৬৯০.৭৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৭.৬৯ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২৫,০০০.০০ কোটি টাকা এবং বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ১৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা ৫০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.৮৬ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। কৃষির উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের কৃষিব্যবস্থা 'জীবন নির্বাহী' কৃষি থেকে 'বাণিজ্যিক কৃষি' তে রূপান্তরিত হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ, সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসম্মত খাদ্য সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাণিজ্যিক কৃষির বিকাশ, কৃষি নির্ভর শিল্পের প্রসার, কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে সরকার সময়োপযোগী নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০, জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে চতুর্থ স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে। উপরন্তু, বাংলাদেশ এখন দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম স্থানে রয়েছে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ধান ও ভুট্টাসহ সকল প্রকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা দ্রুততার সাথে সম্প্রসারণ করা এবং জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেচ কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, সকল কৃষককে স্মার্ট কার্ড প্রদান, ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান ও ই-কৃষি

কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণের মূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) অব্যাহত রাখা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের নিকট পৌঁছানো, 'সমলয় চাষাবাদ' সম্প্রসারণ, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও টমেটোসহ বিভিন্ন সবজি ও ফল উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। পতিত জমির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষিসেবা সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য 'কৃষি বাতায়ন' চালু রাখার পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিতথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন-৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষিপ্রযুক্তি ভান্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রুরাল রেডিওসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোঁড়ায় কৃষিতথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনলাইন কৃষি মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম 'হর্টেক্স বাজার' এবং 'ফুড ফর নেশন' চালু করা হয়েছে। উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণে প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, সেচের মূল্য হ্রাস, হ্রাসকৃত ভাড়ায় কৃষিপণ্য পরিবহন, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিশেষ কৃষি ঋণ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ২৯.০১ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৫৪.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২০৭.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫১৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আউশ ৩৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৭১.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২২২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১ এবং লেখচিত্র ৭.১-এ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
আউশ	২১.৩৪	২৭.০৯	২৯.২০	৩০.১২	৩২.৮৫	৩২.৪৫	২৯.০১	৩৯.৭৭
আমন	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪	১৪০.৫৫	১৫৫.০২	১৪৪.৩৮	১৪৯.৫৮	১৫৪.৩৩	১৭১.৭৯
বোরো	১৮০.১৬	১৯৫.৭৬	২০৩.৮৯	২০১.৮১	১৯৮.৮৫	২০৯.৭৭	২০৭.৬৭	২২২.৬৫
মোট চাল	**৩৩৮.০৬**	**৩৬২.৭৯**	**৩৭৩.৬৩**	**৩৮৬.৯৫**	**৩৭৬.০৭**	**৩৯১.৮০**	**৩৯১.০২**	**৪৩৪.২২**
গম	১৩.১২	১১.৫৩	১১.৪৮	১২.৪৬	১০.৮৫	১০.৮৬	১১.৭১	১২.২৯
ভুট্টা	৩৫.৭৮	৩৮.৯৩	৪৬.৯৯	৫৪.০২	৫৬.৬৩	৫৬.৩০	৬৪.৩২	৬৬.৯৫
মোট	**৩৮৬.৯৬**	**৪১৩.২৫**	**৪৩২.১১**	**৪৫৩.৪৪**	**৪৪৩.৫৬**	**৪৫৮.৯৬**	**৪৬৭.০৪**	**৫১৩.৪৫**

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,কৃষি মন্ত্রণালয়। বিবিএস ও ডিএই সমন্বিত। * লক্ষ্যমাত্রা।

লেখচিত্র: ৭.১ ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

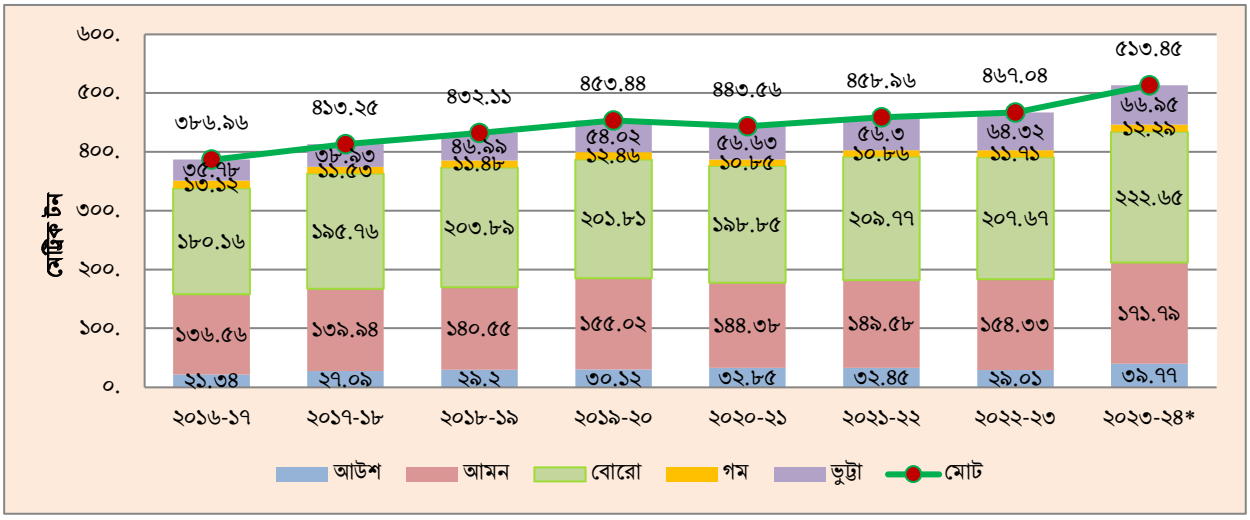

* লক্ষ্যমাত্রা।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৭.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধু বোরো ও আমন ফসল থেকে ১৯.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২০.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ০.০১ লক্ষ মে.টন)। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ১৪.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ১১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) প্রকৃত খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৩.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন)। বেসরকারি খাতে একই সময়ে আমদানির পরিমাণ ৩৩.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৩৩.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। ফলে সার্বিকভাবে দেশে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৩৭.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৩৭.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা (Monetised) আকারে যেমন- ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই.) ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ত্রাণমূলক (Non-Monetised) খাতে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাচুইসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ৩২.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (আর্থিক খাতে ১৮.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ১১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩৩.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন (আর্থিক খাতে ১৪.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ৫.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২১.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

নিরাপদ খাদ্য

সকল স্তরের জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ০২ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যের ভেজাল রোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, রেস্তোরাঁর গ্রেডিং ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ১০৯১টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষিত নমুনার মধ্যে ৯৮৫ টি মানসম্মত, ১০৬ টি মানসম্মত নয় বলে সরকার ঘোষিত স্বীকৃত ল্যাব কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট ৭,৭৯৮ টি খাদ্য-স্থাপনা (হোটেল/রেস্তোরাঁ, মিষ্টি ও কনফেকশনারি, বেকারি এবং অন্যান্য) সরেজমিনে পরিদর্শন করে তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ৩০১টি হোটেল-রেস্তোরাঁ/খাদ্য স্থাপনাকে গ্রেডিং করে (A+, A, B এবং C) স্টিকার প্রদান করা হয়েছে। জুলাই হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিএফএসএ কর্তৃক ১৭৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, হোটেল/রেস্তোরাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সেবার মান উন্নয়নে রাজস্ব খাতে ২,৪৬০ জন এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ৪,৭৬৩ জন খাদ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেইসাথে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অংশগ্রহণে ১৬৬টি নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে প্রায় ৮,৩৫০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২৭৩টি সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উন্নতমানের বীজ প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ হিসেবে কাজ করে। মানসম্পন্ন বীজ এককভাবে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত বীজ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানও হাইব্রিড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৯০টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৯০টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষির সংখ্যা বর্তমানে ১,০০,১০০ জন। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ২,৫৯,৫৮০.৩২ একর। বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রায় ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বিএডিসি কর্তৃক ৩৮,৮৩০ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.২ঃ বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ*
ধান বীজ	৯৪৯৭৯	৯৩২১০	১০০৯২২	৯৭৬৮১	১০৭৯৬০	৯৪৫৩৯
গম বীজ	১৫৮০১	১৬৩০৩	১৯৮৮০	১৫৮০১	২১০০০	১৯৯৬৪
ভুট্টা বীজ	৫৬	৩৯	৫১	২৯০	৮৮	৩৮৭
আলু বীজ	৩৩৩৫২	৩৩৮৫১	৩৭৫০১	৩২২৩৫	৪৪৭৭৫	২৮৬২২
পাট বীজ	১৩০১	৯১১	৮৯২	১১৯৯	১৩৪০	৮৬
ডাল বীজ	১৯২০	১৮৫৬	১৯২৮	১৬১৯	১২৫৫	১৮৪৬
তৈল বীজ	১৪৯৯	১৪৭৯	২৯৬৮	২৩৯৬	৩২৩০	২৭৪২
সবজি বীজ	১২০	১১২	১১০	৬৮	১১৫	৫৭
মসলা বীজ	২৮৫	৩৫৫	৩৯৫	৩১৮	৪৫০	২৭৩
সর্বমোট	**১৪৯৩১৩**	**১৪৮১১৬**	**১৬৪৬৪৭**	**১৫১৬০৭**	**১৮০২১৩**	**১৪৮৫১৬**

উৎস: বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়, *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

সার

উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হয়েছে। এসব উচ্চফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈব সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সারের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষিতে এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৫৯.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২২.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.৩ ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(হাজার মেট্রিক টন)

বছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	২০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.৩০	৫৭.৪৭	০.০০	৪৯০৬.৭৭
২০১৭-১৮	২৪২৭.৪৬	৭০৬.৬২	৬৮৯.৯০	০	৫০.০০	৭৮৯.৪৭	১০.০০	২৫০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫০৯৩.৪৫
২০১৮-১৯	২৫৯৪.০০	৭৮১.০০	৭৬৩.০০	০	৫০.০০	৭২৪.০০	১০.০০	২৮৫.০০	৯৫.০০	১২০.০০	৫৪২২.০০
২০১৯-২০	২৫০৫.০০	৬৬০.০০	৯৫৩.০০	০	৪২.০০	৭১৫.০০	৬.০০	৩৬০.০০	১১৫.০০	১০১.০০	৫৪৫৭.০০
২০২০-২১	২৪৬৩.০০	৫২৩.০০	১৪২৪.০০	০	৪০.০০	৭৯৮.০০	৪.০০	৫৫০.০০	১৪১.০০	১৩০.০০	৬০৭৩.০০
২০২১-২২	২৬৬১.০০	৭৩৬.০০	১৬৮৫.০০	০	৩০.৪৪	৮৯০.০০	৩.০৫	৫৩৯.৬৪	১৩৮.২৭	১৪২.১৫	৬৮২৫.৫৫
২০২২-২৩	২২৮৬.০০	৬৭৪.০০	১৪২৭.০০	০	২১.৭৭	৮২৬.০০	২.৫৬	৪৫৫.৯০	৯৯.৬৪	১২০.৪৪	৫৯১৩.৩১
২০২৩-২৪*	২২৩১.৬০	৬৪২.১০	১৩৭১.৪০	০	২৫.৫১	৭৭৩.১০	২.১১	৪৫৫.৭৩	১১৬.৪০	১১৯.৬১	৫৭৩৭.৫৬

সূত্র: এফএমএম, কৃষি মন্ত্রণালয় * ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দক্ষ ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিএডিসি কর্তৃক ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব অটো ওয়াটার রেকর্ডারের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে সেচ চার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো সেচ দিতে সক্ষম হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ৪৭৫টি সৌরচালিত সেচ পাম্প ও ৩৩৩টি সৌর বিদ্যুৎচালিত ডাগওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে জুন ২০২৪ সময়ের মধ্যে ৪০০ কি. মি. খাল পুনঃখনন, ৬৫০টি সেচ অবকাঠামো, ৬৯৬ কি.মি. ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ সেচনালা, ৮১টি শক্তিচালিত পাম্প, ৩৭৩টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ৪৮টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ১৮ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ, ১২৫টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ১টি স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ১৬টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও ১৬,৩০০ মিটার ফিতা পাইপ সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিএমডিএ কর্তৃক ১৫,৪৫২টি গভীর নলকূপ এবং ৮২৮টি এলএলপি ব্যবহার করে প্রায় ৫.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। বিএমডিএ কর্তৃক ৪,১৯০টি পুকুর, ৮টি দীঘি ও ২,৪১৮.৮২ কি.মি. খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৭৫৮টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করে প্রায় ১.১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ প্রদান করা হয়েছে। সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদীতে পন্টুন (ভাসমান পাম্প) স্থাপন করে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের সাহায্যে খননকৃত খালে পানি সরবরাহ করে ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেচ কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১৫,৬২০ কি.মি ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সেচের পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ ও পরিমিত ব্যয়ে সেচ প্রদানের লক্ষ্যে ১৬,২৩০টি সেচযন্ত্রে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের যে সকল এলাকায় কোন সেচযন্ত্র কার্যকর নয়, সেসব এলাকায় পাতকূয়া খনন করে মাটির নীচের চুয়ানো পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পাতকূয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন করে পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্বক সেচযন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে স্বল্পসেচের ফসল চাষ এবং খাবার ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। Renewable energy কে কাজে লাগিয়ে ৩৬৪টি সেচযন্ত্র সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে ৪,৮৪০ কিলোওয়াট পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার করে প্রায় ১১,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

সেচের আওতাধীন এলাকার ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫৫.২৭ লক্ষ হেক্টর, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭.৪৮ লক্ষ হেক্টরে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৭.৮৯ লক্ষ হেক্টর। নিম্নে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৭.৪ঃ সেচকৃত জমির পরিমাণ

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪* লক্ষ্যমাত্রা
এলএলপি ও অন্যান্য	১১.৮৮	১২.২১	১২.৪৮	১২.৭০	১২.৮৭	১৩.১০	১৩.২৮	১৩.৪৩
গভীর নলকূপ	১০.৬৩	১০.৭২	১০.৭৬	১০.৮৪	১০.৮৫	১০.৩৮	১০.৪৬	১০.৪৬
অগভীর নলকূপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩০.৭৯	২৯.৮২	২৯.৯৪	৩০.০১	৩০.০৬	৩০.৭০	৩০.৮১	৩০.৯০
অন্যান্য	১.৯৭	২.৮২	২.৬৯	২.৭২	২.৭৬	২.৭০	২.৯৩	৩.১০
মোট সেচ	**৫৫.২৭**	**৫৫.৫৭**	**৫৫.৮৭**	**৫৬.২৭**	**৫৬.৫৪**	**৫৬.৮৮**	**৫৭.৪৮**	**৫৭.৮৯**

উৎস: ডিএই, বিএডিসি, বিএমডিএ, কৃষি মন্ত্রণালয়। * লক্ষ্যমাত্রা।

পাট উৎপাদন

পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাটের চাহিদা এবং বাজারমূল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা-২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭টি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত আইন এবং বিধিমালা কার্যকর করার ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের সনাতন পণ্য যেমন: পাটের চট, বস্তা, দড়ি, সিবিসি ইত্যাদির পাশাপাশি আধুনিক পণ্য যেমন: পাটের ফেব্রিক্স, পাট উল, কম্বল, জায়নামাজ, কার্পেট, কাগজ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, অগ্নিরোধী পাট আঁশ/কাপড়, পচনরোধী নার্সারি পট, জুট-জিও টেক্সটাইল ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। বিশ্বের নামিদামি গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গাড়ির ইন্টেরিয়র বডি প্রস্তুতিতে পাট ব্যবহার করছে। এ জন্য পাটের কৃষি গবেষণার পাশাপাশি শিল্প গবেষণাও বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কাঁচা পাটের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে পাট চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ৭.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে।

কৃষি ঋণ

প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশিত করে বিগত অর্থবছরসমূহের ন্যায় চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ৩০,৮১১.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৩২,৮২৯.৮৯ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৬.৫৫ শতাংশ। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩৫,০০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ২৩,৬৯০.৭৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৭.৬৯ শতাংশ। বিগত অর্থবছরসমূহের ধারাবাহিকতায় দেশে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেওয়া হলো:

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১৬-২০১৭	১৭৫৫০.০০	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪১.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-২০১৮	২০৪০০.০০	২১৩৯৩.৫৫	২১৫০৩.১২	৪০৬০১.১১
২০১৮-২০১৯	২১৮০০.০০	২৩৬১৬.২৫	২৩৭৩৪.৩২	৪২৯৭৪.২৯

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১৯-২০২০	২৪১২৪.০০	২২৭৪৯.০৩	২১২৪৫.২৪	৪৫৫৯২.৮৬
২০২০-২০২১	২৬২৯২.০০	২৫৫১১.৩৫	২৭১২৩.৯০	৪৫৯৩৯.৮০
২০২১-২০২২	২৮৩৯১.০০	২৮৮৩৪.২১	২৭৪৬৩.৪১	৪৯৮০২.২৮
২০২২-২০২৩	৩০৮১১.০০	৩২৮২৯.৮৯	৩৩০১০.০৯	৫২৭০৪.৪৫
২০২৩-২০২৪*	৩৫০০০.০০	২৩৬৯০.৭৫	২২৬৬১.৭১	৫৫৮৬০.৮৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/কর্মসূচি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটকালীন সময়ে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেচ ও ফসল উপখাতে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষিসেবার উন্নয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন; ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিতথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information & Communication Centre-AICC) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্তকরণ এবং হাট-বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদার করা হয়েছে। সম্প্রতি ভর্তুকি পরিশোধে নগদ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ‘স্পেশাল ট্রেজারি বন্ড’ ইস্যু করা হয়েছে।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০১০-১১ সালের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন) চেয়ে ৬০.৫২ শতাংশ বেশি। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস ২০২২)।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। পাশাপাশি বিশেষ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। সারণি ৭.৬ এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
১. অভ্যন্তরীণ:									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	২.৭২	৩.২১	৩.২৫	৩.৩২	৩.৩৭	৩.৪৩	৩.৮৯	৩.৯৬
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.২১	০.২২	০.২৪	০.২৬	০.২৮
বিল	১.১৪	০.৯৮	০.৯৯	১.০০	১.০৩	১.০৫	১.০৬	১.০৯	১.১০
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.১০	০.১০	০.১১	০.১৩	০.১২	০.১৮	০.১৭	০.১৮
প্লাবনভূমি	২৬.৪৬	৭.৬৬	৭.৬৯	৭.৮২	৭.৭৯	৮.২৫	৮.৩১	৮.৪৩	৮.৫৯
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৩৮.৬২**	**১১.৬৪**	**১২.১৭**	**১২.৩৬**	**১২.৪৯**	**১৩.০১**	**১৩.২২**	**১৩.৮৪**	**১৪.১১**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৪.১৬	১৮.৩৩	১৯.০০	১৯.৭৫	২০.৪৬	২০.৯১	২১.৬৭	২২.৭৩	২৩.৯১
মৌসুমি জলাশয়	১.৪৫	২.১৬	২.১৬	০.১০	২.২৬	২.২৭	২.৩২	২.৩২	২.৩৩
বাঁওড়	০.০৬	০.০৮	০.০৮	২.১৭	০.১১	০.১১	০.১২	০.১২	০.১৩
চিংড়ি খামার	২.৬২	২.৪৭	২.৫৪	২.৫৮	২.৭০	২.৭৯	২.৮৭	৩.০১	৩.১৬
পেন কালচার	০.০৯	০.১৩	০.১১	০.১২	০.১৩	০.১৪	০.১৫	০.১৬	০.১৭
কেজ কালচার	১.৯৩	০.০২	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫
কাঁকড়া	০.০৯	০.১৪	০.১২	০.১২	০.১৩	০.১২	০.১৩	০.১৩	০.১৩
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৮.৪৭**	**২৩.৩৩**	**২৪.০৫**	**২৪.৮৮**	**২৫.৮৩**	**২৬.৩৯**	**২৭.৩১**	**২৮.৫২**	**২৯.৮৮**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.০৯**	**৩৪.৯৭**	**৩৬.২২**	**৩৭.২৪**	**৩৮.৩২**	**৩৯.৪০**	**৪০.৫৩**	**৪২.৩৬**	**৪৩.৯৮**
২. **সামুদ্রিক:**									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		১.০৮	১.২	১.০৭	১.১৫	১.১৯	১.৩৭	১.৪৬	১.৪৮
(খ) আর্টিসেন্যাল		৫.২৯	৫.৩৫	৫.৫৩	৫.৫৬	৫.৬২	৫.৬৯	৫.৩৩	৫.৩৪
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৬.৩৭**	**৬.৫৫**	**৬.৬০**	**৬.৭১**	**৬.৮১**	**৭.০৬**	**৬.৭৯**	**৬.৮২**
সর্বমোট	**৪৭.০৯**	**৪১.৩৪**	**৪২.৭৭**	**৪৩.৮৪**	**৪৫.০৩**	**৪৬.২১**	**৪৭.৫৯**	**৪৯.১৫**	**৫০.৮০**

উৎস: মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, *প্রক্ষেপিত।

লেখচিত্র ৭.২: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

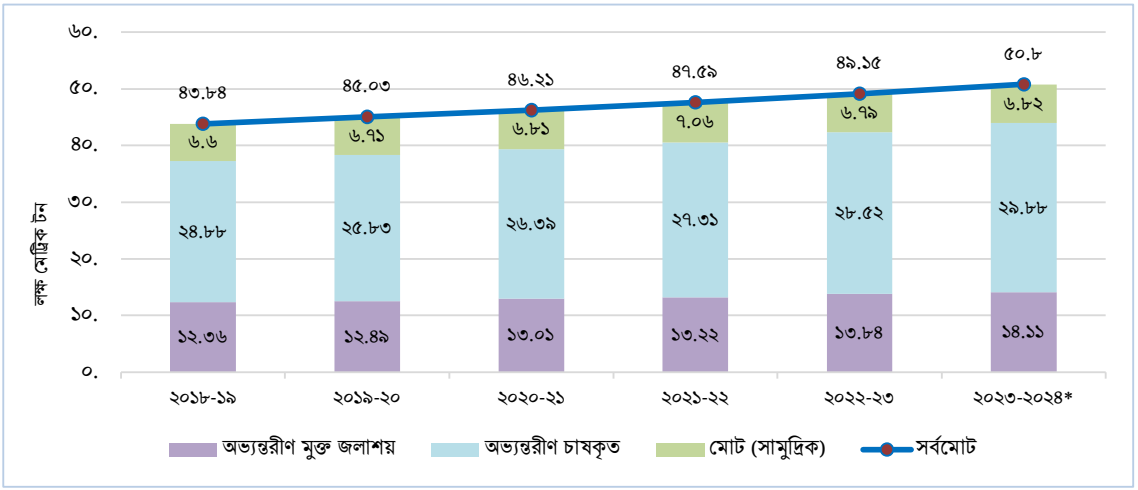

*প্রক্ষেপিত

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

টেকসই মৎস্য উৎপাদনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসম্পন্ন রেণু ও পোনা। অপরিকল্পিত সংকরায়ণ ও অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূরীকরণে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণে বর্তমানে দেশে ১৪৩ টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১,১৯০টি খামার পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমান দেশে ২০,০৫৬ টি বেসরকারি নার্সারি পরিচালিত হচ্ছে।

জাটকা রক্ষা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। দেশের প্রায় ৬ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং ২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে ইলিশ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। **'বাংলাদেশ ইলিশ'** শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- Hilsha Fisheries Management Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বঙ্গোপসাগরের ৭,০০০ বর্গ কি.মি. ইলিশের প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ;
- পদ্মা, মেঘনার উর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, কালাবদর, আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩,১৮৮ বর্গ কি.মি. এলাকা মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা;
- ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণের ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- জাটকা সংরক্ষণের নিমিত্ত জাটকা আহরণের ওপর ৮ মাস (নভেম্বর-জুন) নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের মাছ আহরণের ওপর ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের (Alternative Income Generation) মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

উল্লিখিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সম্মিলিত অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ও আকার আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের (৩.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন) চেয়ে ৬৮ শতাংশ বেশি।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশসাধনে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০';'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২' এবং 'সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৪৪ টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মেরিকালচার এবং সামুদ্রিক মৎস্যের ভ্যালুচেইন উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ রোধে National Plan of Action (NPOA) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরনের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ

ঘোষিত হয়েছে। ২০২৩ সালে নিষিদ্ধকালীন মোট ৬৫ দিনের জন্য ১৪টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় ২,৯৯,১৩৫টি জেলে পরিবারকে ভিজিএফ এর মাধ্যমে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৬,০৮৩.৪২ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য আহরণ চাপ কমাতে এবং স্থায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বেহুন্দি জালসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক জাল দ্বারা উপকূলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় জেলাসমূহে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন হয়েছে ৬.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৫.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন) চেয়ে ২৪.৩৫ শতাংশ বেশি।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে।
- দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAP) এবং Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মৎস্য খাদ্য ও প্রাণি খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও প্রাণিখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ সহজতর হচ্ছে।
- 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০' শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (এসওপি) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- মাছের আহরণোত্তর সাপ্লাই চেইন স্থাপনা (আড়ত, ডিপো, বরফ কল), প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনা পরীক্ষা করে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ জারি করে রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য ও চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৯,৮৮১ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৪,৭৯০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২৪ পর্যন্ত ৪৭,৩৭৬.৭৪ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে ২৮,৭৮.৯১ কোটি টাকা।

প্রাণিসম্পদ

মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃজন, সর্বোপরি, দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সুদূর প্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের দুগ্ধপানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। খামারির দোরগোঁড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে ও বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ১৯৩টি আধুনিক প্রাণি জবাইখানা নির্মাণ করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজিকৃত সেবা সেবাগ্রহীতার দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে ১৬৩৫৮ নম্বরে টোল ফ্রি মেসেজিং সিস্টেম ও কল সেন্টার প্রচলন, 'লাইভস্টক ডায়েরি' অ্যাপস প্রবর্তন; Grand Parent

& Parent Stock খামার নিবন্ধন, প্রাণিখাদ্য নমুনা বিশ্লেষণ ও প্রাণিখাদ্য আমদানি-রপ্তানির NOC প্রদান এবং প্রাণিখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি সেবাসমূহ ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। পাশাপাশি, অনলাইনে ভেটেরিনারি সেবা প্রাপ্তি ও সার্ভিলেন্স জোরদারকরণে E-Vet অ্যাপস এবং মাঠপর্যায়ের ডাটা বিশ্লেষণে Bangladesh Animal Health Intelligence Service (BAHIS) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ১৪০.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ৪.৭৬ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনপ্রতি প্রাপ্যতা ২২১.৮৯ মিলি/দিন এ উন্নীত হয়েছে। সরকারের নীতিগত সহায়তার প্রেক্ষাপটে পোল্ট্রি সেক্টরে অব্যাহত বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে। গত কয়েক বছরে গবাদিপ্রাণির অবৈধ বাণিজ্য রোধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গবাদিপ্রাণি হৃষ্টপুষ্টকরণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। গত একযুগে মাংস উৎপাদন ৪.৩৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৭.১০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা দাঁড়িয়েছে ১৩৭.৩৮ গ্রাম/দিন। দেশের আবহাওয়া উপযোগী লেয়ার হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন, গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক ও প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন, বাণিজ্যিক খামার সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের ফলে ডিম উৎপাদনে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিমের উৎপাদন ছিল ২,৩৩৭.৬৩ কোটি, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের উৎপাদনের (৬০৭.৮৫ কোটি) তুলনায় ৩.৮৪ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ডিমের জনপ্রতি প্রাপ্যতা ১৩৪.৫৮টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৭-এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.৭ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
দুধ	লক্ষ মেট্রিক টন	৯২.৮৩	৯৪.০১	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪	১৪০.৬৮	১০৬.৮৯
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	৭১.৫৪	৭২.০৬	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৯২.৬৫	৮৭.১০	৬৪.৪২
ডিম	কোটি	১৪৯৩.৩১	১৫৫২	১৭১১	১৭৩৬	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	২৩৩৭.৬৩	১৫৮৬.৩২

উৎস: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

গবাদিপ্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

গবাদিপ্রাণির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ৬২২৬ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজ ২৮ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশ এ উন্নীত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন যথাক্রমে ৪.১ গুণ, ৪.৩ গুণ ও ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৬.২৫ লক্ষ সিমেন উৎপাদনের মাধ্যমে ৪২.৪৫ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে এবং ১৬.৫৩ লক্ষ সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

রোগ প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.৮৬ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১.৪৬ কোটি গবাদিপ্রাণি-পাখি ও ৬৩,৭৪৫ টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা এবং ১০,৪৬৮ টি ডিজিজ সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি

বাংলাদেশ চামড়ার পাশাপাশি হিমায়িত মাংস, গরু-মহিষের নাড়ি-ভুঁড়ি, মিট অফালস, ওম্যাসাম, এবোম্যাসাম, মিষ্টি জাতীয় পণ্য, হোয়ে পাউডার, বোন চিপস, জিলাটিন, বুলস্টিক, গরুর লেজের লোম, হাঁসের পালক, ফিড সাপ্লিমেন্ট প্রভৃতি প্রাণিজ উপজাত রপ্তানি করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪,৩৯০ কোটি টাকা। নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য সরবরাহ ও রপ্তানি নিশ্চিতকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এক্রেডিটেড ও আইএসও সার্টিফাইড মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার চালু করেছে। প্রাণিজাত পণ্য ও উপকরণ আমদানি-রপ্তানি

সহজতর করতে এবং পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি খাতের সার্বিক বাজেট

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মোট ৩৭,১৮৪.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ ছাড়া, সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ২৫,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১৩ মে ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৬,৮২৪.১৫ কোটি টাকা (নগদ: ৭০৭১.০১ কোটি টাকা এবং বন্ড: ৯,৭৫৩.১৪ কোটি টাকা) ছাড় করা হয়েছে। এতদভিন্ন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ৬০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ৫৪৩.৪৯ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ১৬০.০০ কোটি টাকা। সরকার কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বৈদ্যুতিক বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান করছে। কৃষির উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের কৃষিব্যবস্থা ‘জীবন নির্বাহী’ কৃষি থেকে ‘বাণিজ্যিক কৃষি’তে রূপান্তরিত হচ্ছে।